ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১২২৫
আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর,২০২৪

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব
সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে

সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ৩৭১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের ৩৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের ২২৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং ট্রেডার ৫০ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ২০০ টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মোট আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৭১.৪১ কোটি টাকা। এছাড়া আগরতলা পুর নিগম সহ ১৯টি নগর শাসিত সংস্থাগুলির রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ড্রেইন, সেতু, পানীয় জল, পাইপ লাইন, বাড়িঘর, পার্ক, মোটরস্ট্যান্ড, বাজার ও যাত্রীশেড মিলে মোট ৭৩.৬৯৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ, নগরোন্নয়ন ও পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং এসংবাদ জানান। তিনি জানান, রাজ্যে অতি বর্ষণ ও বন্যায় ১,৮৯১টি সোলার পাম্প, ৩১৮ টি বোর ওয়েল, ৫,৮০০টি সোলার স্ট্রিট লাইট, ২টি সোলার পিউরিফিকেশন প্ল্যান্ট, ১০টি পানীয় জলের পাম্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড এবং সহযোগি সংস্থা সমূহ ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রায় স্বাভাবিক করে নিয়েছে। তবে বিলোনীয়ার ঋষ্যমুখ উপ-বিভাগের ধনঞ্জয়নগর ভিলেজ কমিটি ও রাধানগর এলাকায় এখনো বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। রাস্তাঘাট পুন:সংস্কার না হওয়ার কারণে সেখানে ট্রান্সফরমার নিতে সমস্যা হচ্ছে। তার মধ্যেও বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী এবং আধিকারিকগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সহসাই সেখানে বিদুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব অভিষেক সিং সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যে পানীয় জলের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যানে জানান, ১ হাজার ২৬২টি গভীর নলকূপ, ২ হাজার ৩৭টি স্বল্প ব্যাসের গভীর নলকূপ, ৪৩টি উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প এবং ৬৯.১৩ কিমি পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পাশাপাশি ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫৪৩টি কার্যকরী পানীয় জলের সংযোগেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।তিনি জানান, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মোট আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৭১.৪১ কোটি টাকা। এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় ১৫১.২৫ কোটি টাকা এবং ১৯টি শহর এলাকায় ২০.১৬ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির সারাইয়ের কাজ প্রায় ৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে বলে সচিব জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব অভিষেক সিং জানান, আগরতলা পুর নিগম সহ ১৯টি নগর শাসিত সংস্থাগুলির রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ড্রেইন, সেতু, পানীয় জল, পাইপ লাইন, বাড়িঘর, পার্ক, মোটরস্ট্যান্ড, বাজার শেড, যাত্রী শেড ইত্যাদি মিলে মোট ৭৩.৬৯৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, এসব পরিকাঠামোর সংস্কারের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।ত্রিপুরা জল বোর্ডের প্রকল্পগুলিও কার্যকর করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি জনগণের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। আসন্ন দুর্গাপুজার আগেই সমস্ত পরিসেবাগুলি স্বাভাবিক করে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার শ্যামলাল ভৌমিক এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ডিরেক্টর (ফিনান্স) সর্বজিৎ সিং ডোগরা উপস্থিত ছিলেন।

******